সংবাদ

তারিখ 26 JUL 2005
পৃষ্ঠা কলাম

৩ হাজার ছাত্রীর উপবৃত্তি বাতিল

মহম্মদপুর

প্রতিনিধি, মহম্মদপুর (মাগুরা)

মহম্মদপুর উপজেলায় শর্ত ভঙ্গের অভিযোগে ৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অন্তত ৩ হাজার ছাত্রী ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট-২-এর আওতায় উপবৃত্তি প্রকল্প থেকে বাদ পড়েছে। জানা গেছে, উপবৃত্তির টাকার জন্য অনেক দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা স্কুলে যেত। উপবৃত্তি বঞ্চিত এসব ছাত্রীর ৮০ ভাগই স্কুল ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার ৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ১৫টি মাদ্রাসার নতুন-পুরনো মিলিয়ে ৮ হাজার ৬৬১ জন ছাত্রীকে প্রকল্পের তালিকাভুক্ত করে মন্ত্রণালয়ে পাঠালে সে তালিকা অনুমোদন হয়ে আসে। জানা গেছে, প্রতিবছর জুন ও ডিসেম্বর মাসে দুই কিস্তিতে ব্যাংকের মাধ্যমে ছাত্রীদের উপবৃত্তির টাকা দেয়া হয়। উপবৃত্তি পাওয়ার তিনটি শর্ত রয়েছে। শর্তগুলো হচ্ছে স্কুলের সব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও পরীক্ষায় ৪৫ ভাগ নম্বর, শ্রেণীকক্ষে শতকরা ৭৫ দিন উপস্থিতি এবং এসএসসি শিক্ষা পর্যন্ত অবিবাহিত থাকতে হবে। চলতি বছর এ শর্ত মেনে নিয়েই ছাত্রীদের তালিকাভুক্ত করা হয়। কিন্তু মন্ত্রণালয় হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে প্রায় ৩০ ভাগ ছাত্রীর উপবৃত্তি বাতিল করে ব্যাংকে টাকা পাঠায়। এতে উপজেলার ৪৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৮ হাজার ৬৬১ ছাত্রীর মধ্যে ৩ হাজার ১০৫ জন উপবৃত্তি থেকে বঞ্চিত হয়। শর্ত ভঙ্গের অজুহাতে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিপুলসংখ্যক ছাত্রীর নাম উপবৃত্তির তালিকা থেকে বাদ দেয়ায় পশ্চাৎপদ এ এলাকায় নারী শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, উপবৃত্তি থেকে বাদ পড়া অধিকাংশ ছাত্রী দরিদ্র পরিবারের। এরা টাকার জন্য স্কুলে যেত। এদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্রী বর্তমানে স্কুল ছেড়ে অন্য পেশায় চলে যাচ্ছে। এতে এলাকায় আবার বাল্যবিবাহের প্রকোপ বেড়ে যাবে বলে তারা মন্তব্য করেন।